দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..20 JUL 1986... ...
পৃষ্ঠা... 6 কলাম 5

JUL 04

রাজশাহী শহরের একটি বেসরকারী কলেজ

রেজাউল করিম রাজু

প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শহরের কিছু বিদ্যানুরাগী মানুষের প্রচেষ্টায় বর্তমানে রাজশাহী শহরের একমাত্র বেসরকরী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে।

রাজশাহীর মাটি ও জনজীবন যার পদস্পর্শে ধন্য সেই মহান ব্যক্তিত্ব সাধক হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রঃ) যিনি ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তার নামের প্রতি সম্মান প্রর্দশন করার উদ্দেশ্যে এই কলেজের নামকরণ করা হয় "শাহ মখদুম কলেজ"।

শিক্ষা-নগরী রাজশাহীর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের সমস্যার কিছুটা সমাধানের জন্য শহরের হেওম খাঁ মহল্লায় রাজশাহী মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ে প্রথম এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এরত্তাফুর রহমান সাহেব এ মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে রাজশাহী হোমিও মেডিক্যাল কলেজে এই মহাবিদ্যালয়ের স্থানান্তর ঘটে। এখানে কিছুদিন ক্লাশ চলার পর ১৯৭০ সালে পুঠিয়ার বিখ্যাত পাঁচ আলি জমিদারের কাছারি বাড়িতে, যেটা এখন সরকারী সম্পত্তি হিসাবে পরিগনিত, সেটি মাসিক ভাড়ায় জেলা প্রশাসনের নিকট হতে লীজ নিয়ে এর মূল যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এখানেই সহস্র সমস্যা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞান বিতরণের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে।

শুরু থেকে চলার পথে বাধা এসেছে বিভিন্ন দিক হতে বিভিন্ন ধারায়। ঘাত-প্রতিঘাত যেমন এসেছে কোন কোন মহল থেকে, আবার তেমনি সহযোগিতার হাতও সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৭৫ সাল ছিলো মহাবিদ্যালটির জন্য চরম ক্রান্তিকাল। একবার তৎকালীন বেসরকারী কলেজ "সিটি" কলেজের সঙ্গে এর একত্রীভূতকরণের প্রস্তাব হয়। আবার এটাকে উঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রও ছিলো প্রবল।

মাত্র কজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও এখন অবস্থা ভিন্ন রকম।

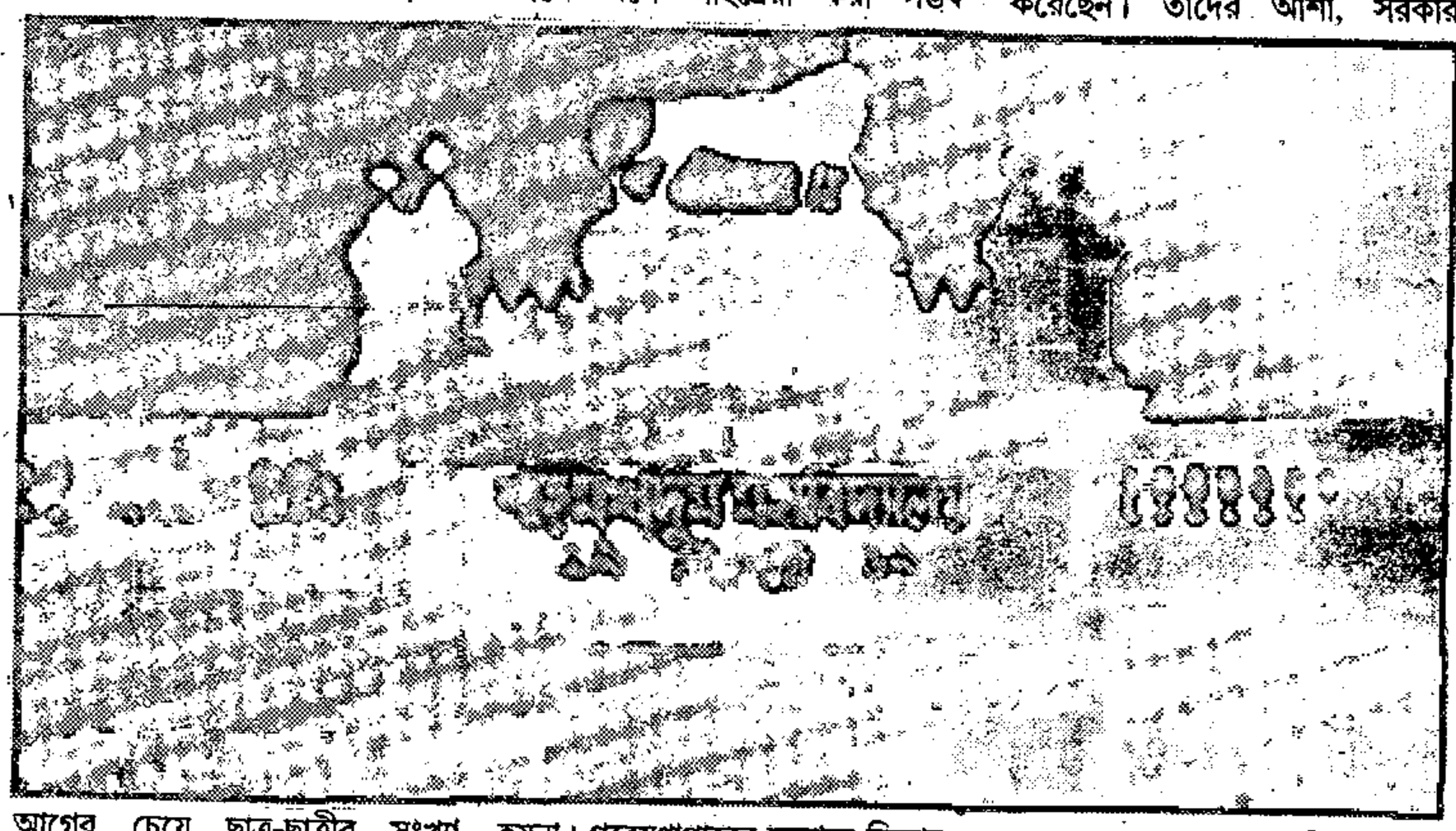

আগের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে বহু গুনে। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে করে তাদের অন্যান্য সুযোগ দেয়াতো দূরের কথা, ক্লাস রুম আর বসার স্থান সংকুলান হয় না। ছাত্র-ছাত্রী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা তো বেড়েছে বহু গুনে। এ পর্যাপ্ত ক্লাস রুম না থাকার কারণে প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে বেশী ছাত্র-ছাত্রী গাদাগাদী করে বসে। বর্ষা এলে জীর্ণ ভবনগুলো চুঁইয়ে পানি ঝরে। মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে অন্য একটি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে এনে প্রশাসন গোঁদের উপর বিষ ফোড়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা হয় না, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এটি অন্যত্র স্থানন্তররের দাবী ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অনেক দিনের। এনিয়ে লেখালেখি অনেক হলেও আজওতা স্থানান্তরিত হয়নি। লাইব্রেরীর জন্য বেশ কিছু বই এবং একজন লাইব্রেরীয়ান থাকলেও স্থানের অভাবের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বসে লাইব্রেরী করা সম্ভব হয়না। গবেষণাগারের অভাবে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে-কলমের শিক্ষা নিতে পারে না। ছেলেদের কথাতো দূরে থাক, মেয়েদের অবসরে বসার জন্য কমন রুমের ব্যবস্থা নেই। দূর-দুরান্ত হতে বহু ছাত্র-ছাত্রী আসছে এখানে। কিন্তু ছাত্রাবাস বা ছাত্রীনিবাস না থাকার কারণে অনেককেই ফিরে যেতে হচ্ছে নিরাশ হয়ে। ছাত্রাবাস সমস্যা এখন প্রকট। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন মিলনায়তনের।

কলেজের উন্নয়ন সম্পর্কে বর্তমান অধ্যক্ষ মোল্লা সোহরাবুল আহসান জানালেন, কলেজ উন্নয়নের ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়সমস্যা হওয় দাঁড়িয়েছে, এখনো এই ভবনটি মহাবিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে এর উন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষ তবুও ক্লাসরুমের সংকট নিরসনের জন্য বেশ কয়েকটা টিনশেট নির্মাণ করেছেন। তাদের আশা, সরকার কলেজের নামে ভবনটি বরাদ্দ করবেন।

হযরত শাহ মখদুম রুপোষ (রঃ)-এর প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে শহরের একমাত্র বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ যেন উত্তরাঞ্চলের একটি আদর্শ কলেজ হিসাবে তার গৌরব সমুন্নত রাখতে পারে— সেই লক্ষ্যে কলেজটির সমস্যা সমূহ সমাধানে এর সার্বিক উন্নয়নে অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সুধীসমাজ এগিয়ে আসবেন— এটাই কাম্য।